espa
ecosystem services
for poverty alleviation

কল্যাণের জন্য পরিবেশ: দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার পথ

ইএসপিএ কর্মসূচির নীতিবার্তা

সারসংক্ষেপ

ইএসপিএ সম্পর্কে

ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস ফর পোভার্টি এলিভিয়েশন (ইএসপিএ) বা দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তুসংস্থান কর্মসূচি হলো একটি বৈশ্বিক, আন্তঃসম্পর্কিত গবেষণা কর্মসূচি। এর লক্ষ্য হলো নীতি-প্রণেতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদেরকে অধিকতর টেকসই ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট এবং কার্যকর দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি প্রদান করা। ইকোসিস্টেম সেবা মানব সমাজকে সহায়তা প্রদান করে: সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসহ মিঠা পানি প্রবাহ ও মাটির গুণাগুণ থেকে শুরু করে মাছের উৎপাদনশীলতা ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ-সবকিছু এর আওতাভুক্ত।

যুক্তরাজ্য সরকার ২০১০ সালে ইএসপিএ গবেষণা কর্মসূচি চালু করে। একে অনেকগুলো কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যেমন: ইকোসিস্টেম সেবা কি দারিদ্র্য কবলিত জনগণকে নিরাপত্তা সুরক্ষা দিতে পারে? ইকোসিস্টেম সেবা কি অরক্ষিত জনগণের জীবিকা ও নিরাপত্তায় বৈচিত্র আনতে পারবে এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের বিভিন্ন দিক উন্নত করতে পারে? উন্নয়নের ক্ষেত্রে কীভাবে পরিবেশ পণ্য ও সেবাগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো কীভাবে উন্নয়নশীল দেশ ও উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর টেকসই প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে? অপরিহার্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক কোন বায়োফিজিক্যাল (প্রাণপদার্থগত) সীমা কি রয়েছে এবং সেগুলো কীভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে?

এখন আট বছর পরে এসে, ইএসপিএ গবেষণা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী সময়োচিত এবং প্রাসঙ্গিক। ২০১৮ সালে এ কর্মসূচি সমাপ্তির প্রান্তে এসে উপনীত হওয়ায় এই সারসংক্ষেপে ইএসপিএ'র মূল বার্তাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। একটি উত্তম ও অধিকতর ন্যায্য বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ বিনির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদানের জন্য সারা বিশ্বের নীতি-প্রণেতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপকদের জন্য এই বার্তা।

এই প্রতিবেদনের একটি দীর্ঘ সংস্করণ (৪৪ পৃষ্ঠা, ইংরেজিতে), যাতে সংশ্লিষ্ট উৎস উপকরণের রেফারেন্স দেওয়া আছে এবং এই সার-সংক্ষেপ বাংলা, ফরাসি, হিন্দি, স্পেনিশ ও পর্তুগীজ সংস্করণ এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: **www.espa.ac.uk**

ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস ফর পোভার্টি এলিভিয়েশন (ইএসপিএ) কর্মসূচির জন্য এই ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। ইএসপিএ'র এই কর্মসূচিতে অর্থায়ন করেছে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইকনমিক এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (ইএসআরসি) এবং ন্যাচারাল রিসার্চ কাউন্সিল (এনইআরসি)। ইএসপিএ'র পৃষ্ঠপোষকতা করছে ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ-এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রিসার্চ ইনটু রেজাল্টস লিমিটেড। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেবা সরবরাহের দায়িত্ব এই কোম্পানির উপর ন্যস্ত।

এখানে প্রকাশিত মতামতগুলো লেখকদের নিজস্ব এবং তা ইএসপিএ কর্মসূচি, রিসার্চ ইনটু রেজাল্টস, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ ও ইএসপিএ ডাইরেক্টরেটের অন্যান্য অংশীদার, এনইআরসি, ইএসআরসি বা ডিএফআইডি-র মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না।

এই কাজ ক্রিয়েটিভ কমন্স এট্রিবিউশন ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স-এর অধীনে লাইসেন্সকৃত।

© ২০১৮। রিসার্চ ইনটু রেজাল্টস লি., ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ-এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।

ইএসপিএ (২০১৮) কল্যাণের জন্য পরিবেশ: দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার পথ - ইএসপিএ কর্মসূচির নীতিবার্তা।

সারসংক্ষেপ। এডিনবার্গ: ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস ফর পভার্টি এলিভিয়েশন।

প্রচ্ছদ ছবি: বার্তোজ হাডিনিয়াক/istockphoto.com

অন্য সব ছবি: পি. ১: মারিরি ডুপার/ইএসপিএ; পি.৩: এসপিডিএ; পি.১০: পপোভা মারিনা/Shutterstock.com সম্পাদনা, ডিজাইন এন্ড লেআউট: গ্রিন ইঙ্ক (www.greenink.co.uk)

সারসংক্ষেপ

মানব জীবন ও কল্যাণে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশের সামর্থ্য

ইএসপিএ'র বিজ্ঞানীরা বিস্তারিত প্রমাণ তুলে ধরে সতর্ক করেন যে, নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোতে, প্রাকৃতিক পরিবেশের এতটাই অবনতি ঘটেছে যে তা মানুষের বেঁচে থাকা ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সম্পাদনে ব্যর্থ হচ্ছে। কিছু এলাকা, যেমন: চীনের লেক ইরহাই, এর ইকোসিস্টেম ভেঙ্গে পড়েছে বলা যায়; অন্যান্য এলাকায় – যার ব্যপ্তি শত শত কিলোমিটার যেমন: ক্রান্তীয় বদ্বীপ – ইকোসিস্টেম 'বিপজ্জনক জোনে' প্রবেশ করছে, সেখানে পরিবেশগত পতন এড়ানো এবং মানব জীবনের সুরক্ষার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরকম একটি বদ্বীপ হলো গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপ, যেখানে চার কোটি মানুষের বাস।

সম্পদ-নির্ভর মানুষের ওপর পরিবেশ-বিষয়ক সিদ্ধান্তের প্রভাব

ইএসপিএ'র গবেষণার সর্বোচ্চ বার্তা হলো যে, পরিবেশগত সম্পদ ব্যবহার করে এমন নীতি ও কর্মসূচিগুলো নিঃসন্দেহে মানব কল্যাণের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং যথাযথ মূল্যায়ন ও যত্ন না নেয়া হলে এর মধ্যে এমনকি মানব প্রাণের ক্ষতির সম্ভাবনও লুকায়িত আছে। এই প্রভাব এবং যেকোন সম্ভাব্য মানব প্রাণের ক্ষতি অবশ্যই যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং উন্মুক্ত, ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

ইএসপিএ গবেষণায় ঘোষিত বা অঘোষিতভাবে ধরে নেয়া হয় যে সমাজের সদস্যরা এই গ্রহের সীমানার মধ্যে বসবাসের একটি 'নিরাপদ ও ন্যায্য স্থান'১ সৃষ্টির জন্য অবশ্যই সর্বনিম্ন সামাজিক ভিত্তির ব্যাপারে একমত হবেন।২,৩ এর মানে হলো: প্রাকৃতিক সম্পদগুলো এমনভাবে ব্যবস্থাপনা করা যাতে পরিবেশের অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনের মতো উচ্চ ঝুঁকি এড়ানো যায়, দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত অসহায় সামাজিক গ্রুপগুলোর ক্ষতি এড়ানো এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন হস্তক্ষেপ যাতে অসহায় মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে নিয়ে আসে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা।

ইএসপিএ গবেষণা দেখায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদে প্রবেশ ও ব্যবহার করা হয় এমন উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচির স্থপতিরা কীভাবে এই হস্তক্ষেপ সমাজের সবচেয়ে অসহায় এবং সম্পদ-নির্ভর মানুষকে প্রভাবিত করে তা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন। প্রাথমিক উদ্দেশ্য পরিবেশ সংরক্ষণ যেমন: 'প্রথম উন্নয়ন' হস্তক্ষেপের মতো সুরক্ষিত এলাকা এবং কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন প্রকল্প হলেও সেগুলোর নীতি ও কর্মসূচির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

ইএসপিএ'র গবেষণায় দেখা যায় যে পরিবেশগত সম্পদ ব্যবহার করে এমন নীতি ও প্রোগ্রামসমুহ অনিবার্যভাবে মানব কল্যাণে নিখুঁতভাবে বহন এবং মানবিক মূল্যবোধ আড়াল করতে পারে - যদি না মূল্যায়ন এবং পরিচর্যা হয় এই প্রভাবসমূহ এবং সম্ভাব্য পর্যাপ্ত ব্যয় অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে, ন্যায়পরায়ণতায় ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বোধগম্য হওয়া উচিত।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যাশার বিপরীতে ঘটা ঘটনা হল, খাদ্য ও ফাইবার উৎপাদন বাড়াতে ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা প্রায়ই খাদ্য নিরাপত্তা এবং আয়, বিশেষ করে দরিদ্রদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি, পরিবেশের ইকোসিস্টেম সেবার বৃহত্তর সেট যা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং এর স্বাস্থ্য ও মানব কল্যাণ বজায় রাখে,তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নির্দিষ্ট এলাকায় পরিবেশের যোগান দেয়া সেবাগুলো কীভাবে স্থানীয় জনগণের জীবন ও কল্যাণ টিকিয়ে রাখছে তা চিহ্নিত করা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য অপরিহার্য, যাতে এই সুবিধাগুলো অসাবধানতাবশত ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করা না হয়। ইএসপিএ'র বিজ্ঞান পরিবেশগত সম্পদের ওপর ভিত্তি করে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজের সবচেয়ে অসহায় এবং প্রান্তিক জনগণের প্রয়োজন বিবেচনার জন্য নীতি-প্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানায়।

সুসংবাদ হচ্ছে, সু-প্রণীত হস্তক্ষেপ স্থানীয় জনগণকে কর্মের জন্য পুরস্কৃত করতে পারে যা একযোগে (ক) পরিবেশগত সুফল উৎপন্ন করে (যা স্থানীয়ভাবে, আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী পুঞ্জিভুত হয়) এবং (খ) স্থানীয় জনগণের দিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলোর প্রবাহ বৃদ্ধি করে।

'কল্যাণের' প্রতি ইএসপিএ'র ফোকাস হলো এই অনুসন্ধানে মূল বিষয়: স্থানীয়, সম্পদ-নির্ভর মানুষ যেভাবে পরিবেশগত সম্পদকে মূল্যায়ন করবে তার থেকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করবে বাইরের পক্ষগুলো (বক্স ১ দেখুন)। এসব বিবেচনা চিহ্নিত করা এবং সু-অবগত পছন্দগুলো নিয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত সিদ্ধান্ত-সহায়তা এবং ব্যবস্থাপনা টুলস ও কাঠামো রয়েছে। এই রিপোর্টের দীর্ঘ সংস্করণ এবং আমাদের ওয়েবসাইটে www.espa.ac.uk-এ এই টুলস ও কাঠামোর উদাহরণগুলো খুঁজুন।

বক্স ১: কল্যাণের ওপর আলোকপাত

গত এক দশকে, "মানব কল্যাণকে ধারণগত রূপ প্রদান ও পরিমাপ এবং শিক্ষা ও নীতিতে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।"৪ ইএসপিএ বিজ্ঞান জোর দিয়ে বলছে যে সামাজিক গ্রুপ (নারী ও পুরুষ, যুবক ও বৃদ্ধ, জাতিগত গোষ্ঠী, ধনী ও দরিদ্র) ভিন্নভাবে পরিবেশগত সম্পদ ব্যবহার ও মূল্যায়ন করে; সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর স্বীকৃতি দিতে হবে। কল্যাণ হলো একটি গতিশীল ও বহুমুখী প্রপঞ্চ যার উদ্দেশ্যগত, বিষয়গত এবং সম্পর্কগত দিক রয়েছে।৫

যদিও মূলত পারিবারিক আয় এবং জীবিকার মাধ্যম দ্বারা দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়, তবে তা পরিমাপের জন্য আরো উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: মানব উন্নয়ন সূচক এবং অতিসম্প্রতি বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক- যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনগণের জীবনমানের অন্যান্য দিকের তথ্য প্রতিফলিত করে। ইএসপিএ গবেষণায় এসব পরিমাপ ব্যবস্থা এমনকি আরও উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইএসপিএ গবেষকরা কল্যাণের একটি গ্লোবাল পারসন-জেনারেটেড ইনডেক্স প্রয়োগ করেছেন যাতে কমিউনিটির সদস্যরা তাদের নিজস্ব পরিভাষা এবং কল্যাণের একাধিক মাত্রা ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচির প্রভাব কীভাবে অনুভব করছেন তা প্রকাশ করতে পারেন। এটি মাদাগাস্কারে ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন এবং পাঁচটি ডোমেনের তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ধারণ করতে অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের জীবনমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি ডোমেন চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল।

একই যুক্তিতে, কিছু পরিবেশ-সম্পর্কিত হস্তক্ষেপে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য সমঝোতা করতে দেখা গেলেও টুলস ও কাঠামোগুলো আরও জোরালো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে। তারা এই সমঝোতা স্পষ্টভাবে সনাক্ত করার মাধ্যমে তা করে। এভাবে উন্মুক্ত আলোচনা এবং যারা ক্ষতির শিকার তাদেরকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের সম্ভাবনার ভিত্তি তৈরি হয়।

ব্যাপক প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে জনগণকে দারিদ্রের মধ্যে রাখতে অসাম্যের ভূমিকা রয়েছে-অর্থাৎ, পরিবেশগত সম্পদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের অভাব এবং ওইসব সম্পদের সুবিধা কীভাবে বন্টিত হবে সেক্ষেত্রে সাম্যের অভাব – ইএসপিএ সাম্য এবং অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করে। (বক্স ২ দেখুন)।

ইএসপিএ'র গবেষণাকৃত অনেক দেশ এবং অঞ্চলে বেশ কয়েকটি পরিবেশগত সম্পদের সংকটজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা স্পষ্ট যে এই বিষয়গুলো মোকাবেলার কাজটা বিরাট চ্যালেঞ্জের এবং জটিলও বটে। এবং ঝুঁকিও অত্যন্ত বেশি। আত্মতুষ্টির কোন জায়গা নেই। পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও মানুষের কল্যাণ নিরীক্ষণে চলমান ভিত্তিতে বিনিয়োগ এবং পরিচালনার সফলতা ও ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন।৬

বক্স ২: সাম্য ও ন্যায়বিচার হলো পরিবেশগত বিষয়

স্বীকৃতি, পদ্ধতি এবং বন্টনমূলক বিষয়াবলি সংবলিত পরিবেশগত ন্যায়বিচার কাঠামো হলো পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ বোঝার একটি বিস্তৃত পদ্ধতি। পরিবেশগত সিদ্ধান্তের মূল্য ও সুফলগুলো সমাজের মধ্যে কেমন অনুভূত হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী কীভাবে পরিবেশের মূল্যায়ন করে তা এটি তুলে ধরে। ট্রেড-অফ-এর বিস্তৃতি ও প্রকৃতি উদ্ভাসিত করা এবং স্টান্ডার্ড পরিবেশগত কাঠামোতে যাদের প্রতিনিধিত্ব প্রায়ই কম থাকে এমন দরিদ্র ও প্রান্তিক অংশীজনদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার কাজে এই পদ্ধতি ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়।

নীতিতে প্রায়ই সমতার কথা উল্লেখ করা হলেও বিশেষ করে কমিউনিটির দরিদ্রতম সদস্য ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে বাস্তবে তা কদাচিৎ অর্জিত হয়। নীতিমালা প্রণয়ন এবং ন্যায়সঙ্গত শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে ইএসপিএ কর্মসূচি এবং অন্যগুলো কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা পরিবেশগত হস্তক্ষেপের 'গোপন মূল্য' তুলে ধরতে এবং ট্রেড-অফ নিরসনে সহায়তা করতে পারে।[৭৭]

পরিবেশগত সম্পদের ব্যাপারে সুবিদিত ও ন্যায্য সিদ্ধান্তের জন্য সুপারিশ

1. **পরিবেশগত সম্পদে প্রবেশ ও ব্যবহার করা হয় এমন কর্মসূচি ও নীতিমালায় সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের সমাজের দরিদ্রতমদের 'গোপন' ক্ষতি**, ও সমঝোতাগুলো সনাক্ত করতে হবে, যাতে সবচেয়ে অসহায় ব্যক্তিটি অজ্ঞাতসারে আরো খারাপ অবস্থার মধ্যে থেকে না যায়। উন্নয়নমূলক হস্তক্ষেপ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচির পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রায়ই অপর্যাপ্ত হয়। মূল্যায়নে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর স্থানীয় জনগণের নির্ভরতাকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় জনগণের পরিবেশগত সম্পদে প্রবেশ এবং এর ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হলে এর সম্ভাব্য প্রভাব কি হবে তা অবশ্যই মূল্যায়নে উল্লেখ করতে হবে। এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করার মাধ্যমে যদি তা স্থানীয় জনগণের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করা হয় তাহলে প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলো প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে অথবা স্থানীয় দরিদ্র জনগণের জন্য কার্যকর সুফল বয়ে আনার জন্য সেগুলো পুরোপুরি নতুনভাবে ডিজাইন করা যেতে পারে।
2. **যৌথ আবিষ্কার এবং জ্ঞান সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পদ নির্ভরতা ও সমঝোতা চিহ্নিত করায়**, বিশেষ করে স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রক্রিয়াগুলোতে (যদিও বৈশ্বিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রক্সির পাওয়া যেতে পারে) সহায়ক হতে পারে। মানুষ ও বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝার জন্য ভূমির বাস্তবতার, পরিবেশগত সিদ্ধান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কাছ থেকে অধিকতর স্থানীয় জ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি সম্মিলন প্রয়োজন। মূলত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এমন জ্ঞান ভিত্তি'র 'ভোক্তরা' এই ভাগাভাগিমূলক জ্ঞানের সক্রিয় সহ-উৎপাদকে পরিণত হয়।
3. **সমঝোতা চিহ্নিত করার পর, চরম দরিদ্রদের ক্ষতি এড়ানো ও সুবিধার জন্য সিদ্ধান্ত-প্রণেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এসব হস্তক্ষেপ সামাল দেবেন।** সমঝোতাগুলো চিহ্নিত করার পর, চরম দরিদ্রদের ক্ষতি এড়ানো ও সুবিধার জন্য সিদ্ধান্ত-প্রণেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এসব হস্তক্ষেপ সামাল দেবেন। যদিও সকল সমাধান জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক হওয়া প্রয়োজন, তবুও ইএসপিএ গবেষণা সুস্থ পরিবেশগত শাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বজনীন প্রযোজ্য এক সেট মূলনীতি তুলে ধরে। এই নীতিগুলো প্রয়োগ করা হলে সবচেয়ে দরিদ্রদের ক্ষতি না করে এবং সাহায্য করে এমনভাবে ক্ষতি ও সমঝোতাগুলো সনাক্ত ও সামাল দেয়া নিশ্চিত করা যাবে।

4. পরিবেশগত সম্পদ ব্যবহারের নকশা এবং ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলো নিম্নরূপঃ

v. **অধিকার স্বীকার ও প্রদান:** পরিবেশগত সম্পদে প্রবেশ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগণের বিধিবদ্ধ অধিকার থাকা দরকার – এগুলোর মধ্যে, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত ভোগদখলের অধিকারগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নারী ও পুরুষের পক্ষপাতমূলক ভোগদখলের অধিকার এখনো অন্যতম বড় স্থায়ী অবিচার। তবে সকল সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অসঙ্গত অধিকারগুলো খুঁজে বের করা ও সমাধান করা প্রয়োজন।

vi. **দায়বদ্ধতা**–শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে: পরিবেশগত নিষ্কাশন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় (স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক) কর্মকরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে তা নিশ্চিত করতে কার্যকর কার্যসম্পাদন পদ্ধতি সম্বলিত নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

vii. **স্বচ্ছতা:**উন্নয়ন ও সংরক্ষণ হস্তক্ষেপের প্রত্যাশিত ফলাফল এবং তার সুফল সবার কাছে স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তার ওপর নজরদারি করতে ও তা তুলে ধরতে হবে।

viii. **অংশগ্রহণ:** সামাজিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে ক্ষমতায়ন করা এবং পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের জন্য সক্রিয় সমর্থন দিতে হবে।

ix. **সামর্থ্যের উন্নয়ন:** এটি শুধুমাত্র পরিবেশগত সম্পদ ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় মানুষ নয়, কর্মসূচি ডিজাইন এবং বাস্তবায়নে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য যাদের সমর্থন প্রয়োজন হতে পারে তাদের জন্যও। প্রোগ্রাম পরিচালকদের নিজেদেরকেও প্রায়ই কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক এবং সমেত প্রক্রিয়াগুলো পরিচালানার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরিতে সাহায্য ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় – এবং পরিবেশগত এবং সামাজিকভাবে 'শিক্ষিত' হতে তাদের সাহায্য প্রয়োজন।

x. **স্থানীয় পরিচর্যার স্বীকৃতি এবং পুরস্কৃত করা:** সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশগত সম্পদের ব্যাপারে স্থানীয় জনগণের পরিচর্যা এবং ইকোসিস্টেম সেবা ও পণ্য – এগুলোর বহুবিধ ধরনে-র প্রবাহে তাদের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত এবং যথেষ্ট পুরস্কৃত হওয়া আবশ্যক। এটা অর্জনের একটি উপায় হলে শর্তসাপেক্ষে নগদ অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ স্থানান্তর, তবে অন্য ধরনগুলো দ্বারাও স্বীকৃতি ও পুরষ্কার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

xi. **অভিযোজন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষা:** যেহেতু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সম্পদ ব্যবহারের ভৌত স্থিতিশীলতা পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাই সামাজিক প্রভাবগুলো পরিমাপ এবং নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। আমরা একটি গতিশীল বিশ্বের বাস করছি যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে: স্থানীয় জায়গাগুলোর ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে; জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি এবং চাপের স্থানীয় প্রভাব রয়েছে। এর মানে হল যে পরিবেশগত সম্পদে প্রবেশ ও ব্যবহারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন ব্যবস্থাগুলো নিয়মিত পর্যালোচনার অধীনে থাকা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে এসব ব্যবস্থা দ্বারা কে উপকৃত ও কে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

---

1 Raworth, K. (2012) 'A safe and just space for humanity: Can we live within the doughnut?' Oxfam Discussion Papers. Oxford: Oxfam. Cited by Dearing, J. (2018) 'Limits and thresholds: Setting global, local and regional safe operating spaces', chapter 4 in Schreckenberg, K., Mace, G. and Poudyal, M. (eds) Ecosystem services and poverty alleviation: Trade-offs and governance. Abingdon-on-Thames: Routledge (আসছে).

2 Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å, Chapin III, F.S., Lambin, E.F., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H.J., Nykvist, B., de Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S.E., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P. and Foley, J.A. (2009a) 'A safe operating space for humanity', Nature 461: 472–475.

3 Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å, Chapin III, F.S., Lambin, E.F., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H.J., Nykvist, B., de Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S.E., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P. and Foley, J. (2009b) 'Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity', Ecology and Society 14: 32.

4 Coulthard, S., McGregor, J.A. and White, C.S. (2018) 'Multiple dimensions of wellbeing in practice', chapter 15 in Schreckenberg, K., Mace, G. and Poudyal, M. (eds) Ecosystem services and poverty alleviation: Trade-offs and governance. Abingdon-on-Thames: Routledge (আসছে).

5 পূর্বোক্ত

6 Rasolofoson, R., Nielsen, M.R. and Jones, J.P.G. (2018). 'The potential of the Global Person Generated Index for evaluating the perceived impacts of conservation interventions on subjective well-being', World Development 105: 107–118.

7 দেখুন বক্স ২.২ Dawson, N., Coolsaet, B. and Martin, A. (2018) 'Justice and equity: Emerging research and policy approaches to address ecosystem service trade-offs', chapter 2 in Schreckenberg, K., Mace, G. and Poudyal, M. (eds) Ecosystem services and poverty alleviation: Trade-offs and governance. Abingdon-on-Thames: Routledge (আসছে).

ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস ফর পোভার্টি এলিভিয়েশন (ইএসপিএ)
আরজেলি হাউজ, লেভেল ডি
৩ লেডি লসন স্ট্রিট
এডিনবার্গ
ইএইচ৩ ৯ডিআর
যুক্তরাজ্য
ইমেইল:

support@espa.ac.uk
ফোন: +44 0131 650 9027
@espadirectorate

www.espa.ac.uk

espa ecosystem services for poverty alleviation

A research programme co-funded by DFID, NERC & ESRC

UKaid from the British people

NERC SCIENCE OF THE ENVIRONMENT

E·S·R·C ECONOMIC & SOCIAL RESEARCH COUNCIL